আকাশ কুসুম
(মুক্তির কবিতা)
খন্দকার জাহিদ হাসান

আকাশ কুসুম হর-হামেশা পড়ছে ঝ'রে সবার মাথার পর
পড়ামাত্রই কি এক নেশায় কারোই যেন সয় নাকো আর তর!
একদিন এক সলিমুদ্দির চাপ্‌লো ঘাড়ে দিবাস্বপ্নের ভূত
পাঁচশ' টাকায় অম্‌নি সে তার গাইটা বেচে ভাবলোঃ আরে ধুৎ!
এমন জীবন ভাল্লাগে না, ধরতে হবে সোনার হরিণ আজ-ই!!
তাই লটারীর টিকেট কিনে ধরলো সে তার ভাগ্যটাকে বাজী
জুয়ার পিছেই সলিমুদ্দি সব টাকা তার ফেল্‌লো খরচ ক'রে,
আমও গেল ছালাও গেল— আকাশ কুসুম শুকিয়ে গেল ঝ'রে।

হাজার হাজার বছর ধ'রে ক্রীতদাসরা স্বপ্ন দেখলো কতো
একদিন ঐ দূর আকাশে উড়বে তারাও মুক্ত পাখীর মতো
মালিক বল্‌লোঃ আকাশ কুসুম কল্পনাটা করিস্‌নে আর মিছে,
ছুটিস্‌নে আর বোকার মতো মিথ্যে যতো মরীচিকার পিছে!
ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে উল্‌টে গেল ইতিহাসের পাতা
মার্কিন মুল্লুকে এলেন মানবতার মহান মুক্তিদাতা
রাষ্ট্রপতি লিংকনের-ই হাতটি ধ'রে নতুন দিবস এলো
মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের আকাশ কুসুম বাস্তবতা পেলো।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নামটি ছিলো পূর্ব-পাকিস্তান
অনাবশ্যক নামের ভারে বংগমাতা ছিলেন ম্রিয়মান
পাকিস্তানের খবরদারী, চোখরাংগানী এবং লৌহ-শাসন
মানলো না আর বীর বাংগালী, টলিয়ে দিলো স্বৈরাচারীর আসন।
'স্বাধীন বাংলা সোনার বাংলা'— শুধুই কি আর আকাশ কুসুম রবে?
বংগবন্ধু ভরসা দিলেনঃ সকল স্বপ্ন সত্যি হবেই হবে!
লক্ষ প্রাণের বদৌলতে স্বাধীন হলো বাংলা একাত্তরে
নয় আকাশে, ঐ মাটিতেই আজও কুসুম ফুটছে থরে থরে।

সিডনী,
১৪/০৫/২০০৮।